দৈনিক ইনকিলাব 186

তারিখ 27 JUN 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

১২ আষাঢ় ১৩৯৪ বাং

শিক্ষাঙ্গন

আমাদের পরীক্ষা পদ্ধতি

জ্ঞানের মাপকাঠিতে ব্যক্তির কলাকৌশলের যাচাই করাই পরীক্ষা। জ্ঞানের পরিমাপ করাই হোল পরীক্ষার আসল উদ্দেশ্য। ব্যক্তি কতটুকু জ্ঞান লাভ করলে তার যথার্থ পরিমাপ করার নামই পরীক্ষা। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে পরীক্ষা পদ্ধতি চালু আছে তা অনেকটা সনাতন পদ্ধতি। ছেলে-মেয়েরা সারা বৎসর বই মুখস্ত করবে আর বৎসরের শেষে একটা পরীক্ষার মাধমে পরবর্তী শ্রেণীতে উন্নীত হবে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন কোন ক্ষেত্রে ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ও বার্ষিক—এই তিনটি পরীক্ষা নেয়া হয়ে থাকে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ষান্মাসিক ও বার্ষিক পরীক্ষা নেয়া হয়ে থাকে।

এর মধ্যে একটা বাস্তব সত্য ঘটনা দিয়েই উদাহরণ দেয়া যাক—গত এপ্রিল মাসের শেষ দিকে আমি নোয়াখালীর বসুরহাট এ, এইচ, সি, সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে আমার একজন প্রিয় শিক্ষকের সাথে দেখা করতে যাই। স্কুলে প্রবেশ করে দেখতে পাই পরীক্ষা চলছে। জিজ্ঞাসা করে জানতে পেলাম ত্রৈমাসিক পরীক্ষা চলছে। কিন্তু ছাত্র সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। খোঁজ নিয়ে জানতে পেলাম স্কুলে প্রায় বারশ' ছাত্র আছে। পরীক্ষার রুটিন মোতাবেক ঐ দিন প্রায় সব শ্রেণীর ছাত্রদেরই পরীক্ষা ছিল। কিন্তু আমার মনে হয়েছিল, সারা স্কুলে আনুমানিক ছয় হতে সাত শ' ছাত্র পরীক্ষা দিচ্ছে।

এতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ত্রৈমাসিক ও ষান্মাসিক পরীক্ষার ফলাফলের সাথে বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলের কোন সমন্বয় সাধন না থাকাতে ত্রৈমাসিক ও ষান্মাসিক পরীক্ষা দেয়ার ব্যাপারে শিক্ষার্থীরা উদাসীন থাকে। এতে পরীক্ষার আসল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। তাই সেমিষ্টার পদ্ধতির মাধ্যমে ত্রৈমাসিক ও ষান্মাসিক পরীক্ষার নম্বর বার্ষিক পরীক্ষার সাথে যুক্ত হলে শিক্ষার্থীরা এই উদাসীনতা দেখাত না। তারা সাময়িক পরীক্ষার পাঠ্যক্রমকে আন্তরিকভাবে অনুশীলন করার প্রয়াস পেত। কারণ জানত যে, শ্রেণী উত্তীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে তাদের সাময়িক পরীক্ষার ফলাফলের প্রয়োজন হবে। তাই প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ে সাময়িক পরীক্ষার পাঠ্যক্রম ঠিক করে সেমিষ্টার পদ্ধতি কার্যকর করা যেতে পারে।

উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক স্তরে শিক্ষা বৎসর সমাপনান্তে একটি সাধারণ পরীক্ষা নেয়া হয়। এতে ছাত্ররা প্রথম শিক্ষা বৎসরে পাঠ্যক্রমের প্রতি মনোযোগী হয় না। তারা মনে করে যে, পর বৎসর ভাল করে পড়াশুনা করবে। ফলে প্রকৃত জ্ঞান অনুশীলন হয় না। পাঠ্যক্রম শেষ না করে তারা পরীক্ষায় অবৈধ পন্থা অবলম্বন করে। তাই প্রথম শিক্ষা বৎসরে আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার নম্বর এবং শেষ বৎসরের বাহ্যিক পরীক্ষার গড় নম্বরের ভিত্তিতে পরীক্ষা নেয়া যেতে পারে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মহল ভেবে দেখবেন বলে প্রত্যাশা করি।

—মোঃ মাঈন উদ্দিন তারেক